৪
২ ডিসেম্বর ২০২২
শুক্রবার

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

2 December, 2022 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

Website - www.jagobangla.

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্যপাল

রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। বাংলায় রাজ্যপালের দায়িত্ব নিয়ে তাঁর প্রথম সরকারি অনুষ্ঠানে বাংলার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। স্পষ্ট ভাষায় বললেন, দেশকে পথ দেখাচ্ছে বাংলা। এই একটি কথাতেই আপাতত রাজ্যপাল বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি আর যা-ই হোক জগদীপ ধনকড়ের পথে চলতে রাজি নন। বলেছেন, সারা বিশ্বকে যেমন ভারত পথ দেখিয়েছে তেমনি ভারতকে পথ দেখাচ্ছে বাংলা। যে রাজ্যের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময়। যে বাংলার ভবিষ্যৎ আপাতত তরুণ প্রজন্মের হাত ধরে। রাজ্যপাল মেডিক্যাল কলেজের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে মনে করিয়ে দিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী থেকে শুরু করে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা। একজন কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কারক অন্যজন হলেন তিনিই, যাঁর হাত ধরে নলজাতক দুগ্ধের জন্ম। রাজ্যপাল মনে করিয়ে দিয়েছেন কোভিডের সময় কীভাবে চিকিৎসক-নার্স এবং চিকিৎসাকর্মীরা প্রাণপাত করে মানুষকে বাঁচিয়েছেন। এটাই তো একজন রাজ্যপালের ইতিবাচক দিক। রাজ্যপালের কাছ থেকে মানুষ এই আচরণই আশা করেন।

e-mail থেকে চিঠি

আমরা নিত্য উপকৃত হচ্ছি

এর আগে কোনও সরকার আমাদের জন্য ভাবেনি। এই প্রথম তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার আমাদের মতো অসহায় মেয়েদের কথা ভেবেছে। এখন প্রত্যেক মাসের প্রথমেই আমরা ৫০০ টাকা করে পাচ্ছি। কী যে উপকারে লাগছে কী বলব! এই তো গত মাসেই আমার বাড়িতে অসুখ-বিসুখের জন্য খুবই অসুবিধায় পড়েছিলাম, হাতে টাকা-পয়সা একদমই ছিল না। খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম, কী করে এই আর্থিক দুরবস্থা সামলাব। নানান দিকে খরচও ক্রমশ বাড়ছিল। ফসল ওঠার দেরি থাকায় সেখান থেকেও যে টাকা-পয়সা আসবে তারও উপায় ছিল না। ধান পাকতে তখনও মাস দুই দেরি। রবিশস্য ওঠারও দেরি। এইসব নানান চিন্তা-ভাবনায় খুবই আচ্ছন্ন ছিলাম। এই সময় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা চলে আসায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। এইভাবে আমার মতো অসংখ্য অসহায় মেয়ে নিত্য উপকৃত হচ্ছেন।

— টগর সাঁতরা, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর।

মিথ্যে মিথ্যে আর মিথ্যে, মিথ্যের বেসাতি

মহারাষ্ট্রের একটি 'কেলেঙ্কারি'। পরভানি জেলার কৃষ্ণ রাউত দু'একর জমিতে চাষ করেছিলেন সয়াবিন, অড়হর আর ছোলা। তাতে তাঁর খরচ হয়েছিল ২৫ হাজার টাকা। প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় ৫৪ হাজার টাকা মূল্যের বিমাও করে রেখেছেন তিনি। এই বিমার প্রিমিয়াম এবং আনুষঙ্গিক কাজে ব্যয় করেছেন আরও ৬৫৫ টাকা। অতএব সেপ্টেম্বরের অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও নিশ্চিন্তে ছিলেন কৃষ্ণ রাউত। তাঁর ভরসা ছিল যে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণই তিনি পাবেন। হিসেব মতো, একর পিছু ২৭ হাজার হিসেবে মোট ৫৪ হাজার টাকা তাঁর প্রাপ্য ছিল। কিন্তু বাস্তবে ক্ষতিপূরণ যখন এল তখন তো মূর্ছা যাওয়ারই অবস্থা— ১ টাকা ৭৬ পয়সা! রসিকতা কতটা নির্মম হলে এই কাণ্ড করে ফেলা সম্ভব! হ্যাঁ, একটি 'ডাবল ইঞ্জিন' রাজ্যে অন্নদাতাদের নিয়ে এটাই করে দেখিয়েছে নরেন্দ্র মোদির একটি যোজনা। রাউত একা নন, তাঁরাই দলে ভারী আজকের মহারাষ্ট্রে। কেউ পেয়েছেন ১৪ টাকা ২১ পয়সা, কারও-বা নামের পাশে লেখা হয়েছে ৩৭ টাকার একটু বেশি, ...! ১০০ টাকার নিচে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে বহু কৃষককে। অথচ ৪.৪ লক্ষ হেক্টর ফসলের জন্য বেসরকারি বিমা কোম্পানি গুনে নিয়েছে ৪৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। বিষয়টি স্থানীয় জেলা কালেক্টরের গোচরে আনা হয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তবে, সুরাহা কতটা মিলবে তাতে ঘোর সন্দেহ রয়েছে। এদেশে কৃষকই সম্ভবত সর্ববৃহৎ বঞ্চিত শ্রেণি। দেশবাসীর অন্নের নিরাপত্তা এবং দুর্দিনে ভারতীয় অর্থনীতিকে বাঁচাবার নিশ্চয়তা প্রদানের এটাই যদি পুরস্কার হয়, তবে বিষয়টি সত্যিই আতঙ্কের। সরকারি যোজনাটির সাফল্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন এবং একই কারণে ব্যবসা হারাবে এই ধরনের বিমা শিল্প। সর্বোপরি বাড়তে থাকবে কৃষকের ক্ষতির বহর। তার দরুন সর্বনাশ। শস্যবিমার প্রতি কৃষকের আগ্রহের পরিবর্তে অনীহাই বাড়বে।

—শ্যামলী চক্রবর্তী, বাদুবাজার, মধ্যমগ্রাম।

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

আলোর চেয়েও দ্রুততর নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ

ঝুলি থেকে বেড়ালরা একে একে বেরিয়ে পড়ছে। নির্বাচন কমিশনার অরুণ গোয়েলকে যেরকম তড়িৎগতিতে নিয়োগ করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শীর্ষ আদালতও। মোদি জমানার আরও কীর্তি 'সুপ্রিম' প্রশ্নের মুখে। লিখছেন **সাংসদ জহর সরকার**

যেরকম দ্রুততার সঙ্গে অরুণ গোয়েলের নিয়োগে ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, এহ বাহ্য, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গুলি নির্দেশে যেভাবে বিদ্যুৎগতিতে এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে, সেটা এককথায় তুলনারহিত। তাবৎ পরম্পরা এবং প্রতিষ্ঠিত নীতিসমূহ পরাস্ত হয়েছে এই দ্রুততার কাছে। অরুণ গোয়েল কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব পদে ইস্তফা দেন। ইস্তফাদানের কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভিজিল্যান্সের ছাড়পত্র পান আর প্রধানমন্ত্রী সেই পদত্যাগপত্রটি সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদন করেন। অন্যদের চাকরির নথি ঘেঁটে অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধার জাবেদা-খতিয়ান প্রস্তুতিতে যেখানে কয়েকদিন কেটে যায়, সেখানে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শ্রীগোয়েলের পেনশন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড-সহ তাবৎ বকেয়া প্রদানের ব্যবস্থা হয়ে গেল এক ঘণ্টার মধ্যে। এটা আরও বিস্ময়জনক বলে প্রতীয়মান হয় যখন দেখি শ্রীগোয়েলের চাকরির মেয়াদটি বড় কম ছিল না। তিনি দীর্ঘ ৩৬ বছর সরকারি চাকরি করেছেন, কখনও রাজ্যে কখনও বা কেন্দ্রে।

এর খানিকক্ষণের মধ্যে অরুণ গোয়েলের নির্বাচন কমিশনারের পদে নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব তৈরি হয়। আর অন্যদের ক্ষেত্রে যেখানে ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর রিপোর্ট পেতে মাস কাবার হয়ে যায়, এই ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ এসে যায়। এই পদের জন্যে অন্য কোনও যোগ্য আধিকারিকের নাম চিন্তা করা হয়েছিল কি না জানি না, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রথমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোয়েলের নামই অনুমোদন করেন তারপর প্রধানমন্ত্রী ফাইলে স্বাক্ষর করেন। এসব কিছুই সম্পন্ন হতে সময় লাগে মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা।

গণতন্ত্রে কোনও সরকারি বিষয় কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়, যদিও কোনও কোনও ব্যক্তি পছন্দের লোককে পছন্দসই পদে বসাবার জন্য তেমন আচরণই করে থাকেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও নিযুক্ত ব্যক্তির যোগ্যতাটি নিয়মমাফিক হওয়াটা অতি অবশ্যক। যার নামই প্রস্তাব করা হোক না কেন, শুরু হয় আইনের বিশ্লেষণ আর ধাপে ধাপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

এক্ষেত্রে গোয়েলের নির্বাচন কমিশনারের উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও একটি সাংবিধানিক পদে নিয়োগ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। সাধারণত আমলাতন্ত্রের নিজস্ব শ্লথতার কারণে এ-ধরনের নিয়োগে বেশ খানিকটা সময় লাগে। তাতে ভাল-মন্দ অনেক কথা বেরিয়ে আসে। কিন্তু 'চোখের পলক পড়তে না পড়তে' যেভাবে অরুণ গোয়েল নিযুক্ত হলেন সেটা বেশ সন্দেহ জাগায়। সেটাই এবার সুপ্রিম কোর্টের নজরে এসেছে। এবার শীর্ষ আদালতের তদন্তেই দেখা যাক, আলোচ্য নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব ছিল নাকি ছিল না।

সরকারি আধিকারিকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কয়েক কিলো কাগজে নিয়ম লেখা আছে। বিচার পরীক্ষা আর নথি তৈরি তো শেষ নেই। সে ক্যাবিনেট সচিবের কুরসি হোক বা সাধারণ অ্যাসিস্ট্যান্টের পদ, পুঙ্খানুপুঙ্খ

> বহুবছর আগে সংবাদমাধ্যমের কাছে তিনি মুখ খুলেছিলেন, এই অপরাধে তিনি বরখাস্ত হন। এসব ঘটনা একটা সত্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সেটা হল, মোদি-শাহ জুটি যেনতেনপ্রকারেণ যা চান সেটাই করতে বদ্ধপরিকর।

আলোচনা আর নথি করা হয় — সব পদের ক্ষেত্রে এমনটা নিয়ম। এটাই এদেশের প্রথা। খুঁটিনাটি সব দেখে, চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের পর, প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত যাবতীয় রিপোর্ট খতিয়ে দেখে তবে প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত মতামত জানান। সেটা জানার পর সব মহল তৎপর হয়ে ওঠে। এমনটাই এদেশের নিয়ম।

প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার প্রথম দিনটিতেই নরেন্দ্র মোদিকে বলা হয় যে, তিনি চাইলেও নৃপেন মিশ্রকে তাঁর প্রধান সচিব হিসেবে পাওয়া মুশকিল কেননা সেক্ষেত্রে আইন বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তাই মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর দ্বিতীয় দিনেই অধ্যাদেশ জারি করে সংসদীয় আইনটাকেই বদলে দেন। এরকম প্রথা ভাঙা কাজ তাঁর জমানায় তিনি বহুবার করেছেন। চাকরিজীবনের শেষ দিনে কে জয়শঙ্করের বিদেশ সচিব পদে আসীন হওয়াটাও নাটকীয়তায় ভরা একটা চমক। আগেভা এই কাজটি করা যেতে পারত। কিন্তু 'নাটু মোদি জয়শঙ্করের বিদায় সংবর্ধ দিনটাতেই পুষ্পস্তবক প্রধানকালে হিসেবে নিয়োগপত্র তুলে দেও চিত্রনাট্যটিই রচনা করেছিলেন। অনুরূপ গুজরাতের সতীশ ভার্মা ইসরাত জাহান মামলায় বরিষ্ঠ আধিকারিকদের অভিযোগের তর্জনি তোলার দেখিয়েছিলেন আর সেজন্য অবসর গ্রহ আগে তাঁকে ছেঁটে ফেলা হয়।

বহুবছর আগে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলেছিলেন, এই অপরাধে তিনি বর হন। এসব ঘটনা একটা সত্যের দি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সেটা হল, মোদি-জুটি যেনতেনপ্রকারেণ যা চান সেটাই ক বদ্ধপরিকর। এমনটা নয় যে মোদি জম আগে এমনটা কোনওদিন হয়নি। এ অভূতপূর্ব, তা কিন্তু নয়। কিন্তু এত দ্রু এত তড়িঘড়ি নিয়োগ এর আগে ক দেখা যায়নি। এই জমানায় যা প্রাতিষ্ঠানিক পরম্পরার মূলে কুঠারাঘাত হয়েছে, ভেঙে দেওয়া হয়েছে সব প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড, যাতে সবাই 'হাঁ হু 'জি হুজুর'-এর দলে নাম লেখায়। মনে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধা আগেই নেওয়া হয়েছিল। পরে সিদ্ধা সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাগজপত্র তৈরি হয়েছে। স্মর্তব্য, নির্বাচন কমিশনার গুরুত্বপূর্ণ পদই নয়। সাংবিধানিক সেজন্যই নৈতিক বিষয় কেবল নয়, অ অনেক দিন আলোকিত হতে পারে সু কোর্টের নির্দেশের সৌজন্যে।

যে প্রগাঢ় অন্ধকার ঢেকেছে চারি তাতে প্রদীপ শিখাও এখন সমধিক গুরু দাবিদার, আর অন্ধকারের এই প্রসূ বিচারবিভাগীয় ভূমিকা সমুদ্রতী বাতিস্তম্ভের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূ পালনে সক্ষম।